... 18 APR 2017
6 ... 5

যুগান্তর

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

সাত বছর বন্ধ থাকায় তিন ছাত্রাবাসের সরঞ্জাম নষ্ট

জিয়াউল গনি সেলিম, *রাজশাহী*

রাজশাহী পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্রাবাসগুলো দীর্ঘ সময় ব্যবহার না হওয়ায় আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন সম্পদ এরই মধ্যে [illegible] হয়ে গেছে। চেয়ার-টেবিল, খাট [illegible] ইলেকট্রিক সরঞ্জামগুলো এখন অকেজো। [illegible] জানালা-দরজার গ্রিলও নষ্ট [illegible] ছাত্রাবাস সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ ২২ [illegible] প্রস্তাব পাঠিয়েছে [illegible] স্থানীয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে। সম্প্রতি নয় লাখ [illegible] বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সংস্কার শেষে আগামী জুনে ছাত্রাবাসগুলো উন্মুক্ত করে দেয়া হতে পারে।

জানা গেছে, ২০১০ সালের ৭ জানুয়ারি থেকে বন্ধ রয়েছে রাজশাহী পলিটেকনিট ইন্সটিটিউটের দুই ছাত্রাবাস ও একটি ছাত্রীনিবাস। ওই দিন ছাত্রলীগ ও ছাত্রমৈত্রীর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ছাত্রমৈত্রী পলিটেকনিক শাখার সহ-সভাপতি রেজওয়ানুল ইসলাম চৌধুরী সানি নিহত হন। পরিস্থিতি ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সাত বছর বন্ধ থাকায় তিন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সামাল দিতে ওই দিনই কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য পলিটেকনিক ক্যাম্পাস বন্ধ
ঘোষণা করেন। বন্ধ করে দেয়া হয় ছাত্রাবাস। এ ঘটনার প্রায় সাড়ে চার মাস পর
২০১০ সালের ২৬ মে ক্যাম্পাস খুলে দেয়া হলেও ছাত্রাবাস খোলা হয়নি।
ছাত্রদের জন্য শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) ছাত্রাবাস ও শহীদ মনোয়ার ছাত্রাবাসে মোট
আসন রয়েছে আড়াই শ'। আর মেয়েদের জন্য একমাত্র আক্তারুন্নেসা ছাত্রীনিবাসে
আসন সংখ্যা ৬০। বর্তমানে আটটি টেকনোলজিতে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি
শিক্ষার্থী রয়েছে।

শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ (রহ.) ছাত্রাবাসে গিয়ে দেখা যায়, ভুতুড়ে পরিবেশ। চারদিকে
সুনসান নীরবতা। যাতায়াতের রাস্তাগুলো ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়েছে। দেয়াল থেকে
পলেস্তারা খসে পড়েছে। ছাত্রাবাসের বারান্দার গ্রিল বেয়ে গজিয়ে উঠেছে
লতাপাতা। নষ্ট হয়ে গেছে দরজা-জানালা। ব্যবহার না হওয়ায় বিকল হয়েছে
ফ্যানসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। আসবাবপত্র খেয়ে ফেলেছে ঘুণে। কিছু কিছু চুরিও
হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেখানে পাওয়া গেল ইন্সটিটিউটের পিয়ন অসিত
কুমারকে। তিনি জানালেন, তাকে ছাত্রাবাস পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আগেই
বিভিন্ন মালামাল চুরি হয়ে গেছে। ঘটনা টের পেয়ে পাহারা বসিয়েছে কর্তৃপক্ষ। তিনি
ছাড়াও আবদুল হান্নান নামের আরেক পিয়নকে পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।
ছাত্রাবাসটিতে বসবাসের পরিবেশ নেই বলে জানান অসিত কুমার। একই অবস্থা
অন্য দুই ছাত্রাবাসেও। এরই মধ্যে শহীদ মনোয়ার ছাত্রাবাসে সংস্কার কাজ শুরু
হয়েছে।

ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজির সপ্তম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী আবদুল মান্নান জানান,
তার বাড়ি জেলার মোহনপুর উপজেলায়। থাকেন নগরীর নওদাপাড়ার একটি
ছাত্রাবাসে। আড়াই হাজার টাকায় রুম ভাড়া নিয়ে থাকেন কয়েকজন। ছাত্রাবাস
চালু থাকলে এ দুর্ভোগ থাকত না। শহীদ মনোয়ার ছাত্রাবাসের সামনের শহীদ
মিনারের বেদিতে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন পাওয়ার টেকনোলজির অষ্টম সেমিস্টারের
শিক্ষার্থী আরিফুল ইসলাম ও তৌহিদ বিল্লাহ। তারা বললেন, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত
থাকায় ছাত্রাবাসগুলো থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মাসখানেক হলো
সংস্কারকাজ সীমিত পর্যায়ে শুরু হয়েছে। বন্ধ ছাত্রাবাসগুলো খুলে দেয়া হলে কিছুটা
হলেও আবাসন সঙ্কটের সমাধান হবে বলে মনে করেন তারা।

পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আলী আকবর খান বলেন,
ছাত্রাবাসগুলো দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো মেরামত
করে চালুর ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তবে স্থানীয় শিক্ষা
প্রকৌশল অধিদফতরে তিনটি ছাত্রাবাস বসবাসের উপযোগী করতে সংস্কারের জন্য
২২ লাখ টাকার এস্টিমেট দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি নয় লাখ টাকা বরাদ্দ পাওয়া
গেছে। বাকি টাকা অচিরেই ছাড় করা হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। হয়ত
আগামী সপ্তাহের মধ্যেই এ বরাদ্দ ছাড় করা হবে। আগামী জুন মাসের মধ্যে
ছাত্রাবাসগুলো শিক্ষার্থীদের বসবাসের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

এ ব্যাপারে রাজশাহী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর
রহমান বলেন, যে অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল তার সামান্য অংশ পাওয়া গেছে। তা
দিয়েই সংস্কারকাজ শুরু হয়েছে। বাকি টাকাও পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.......................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর